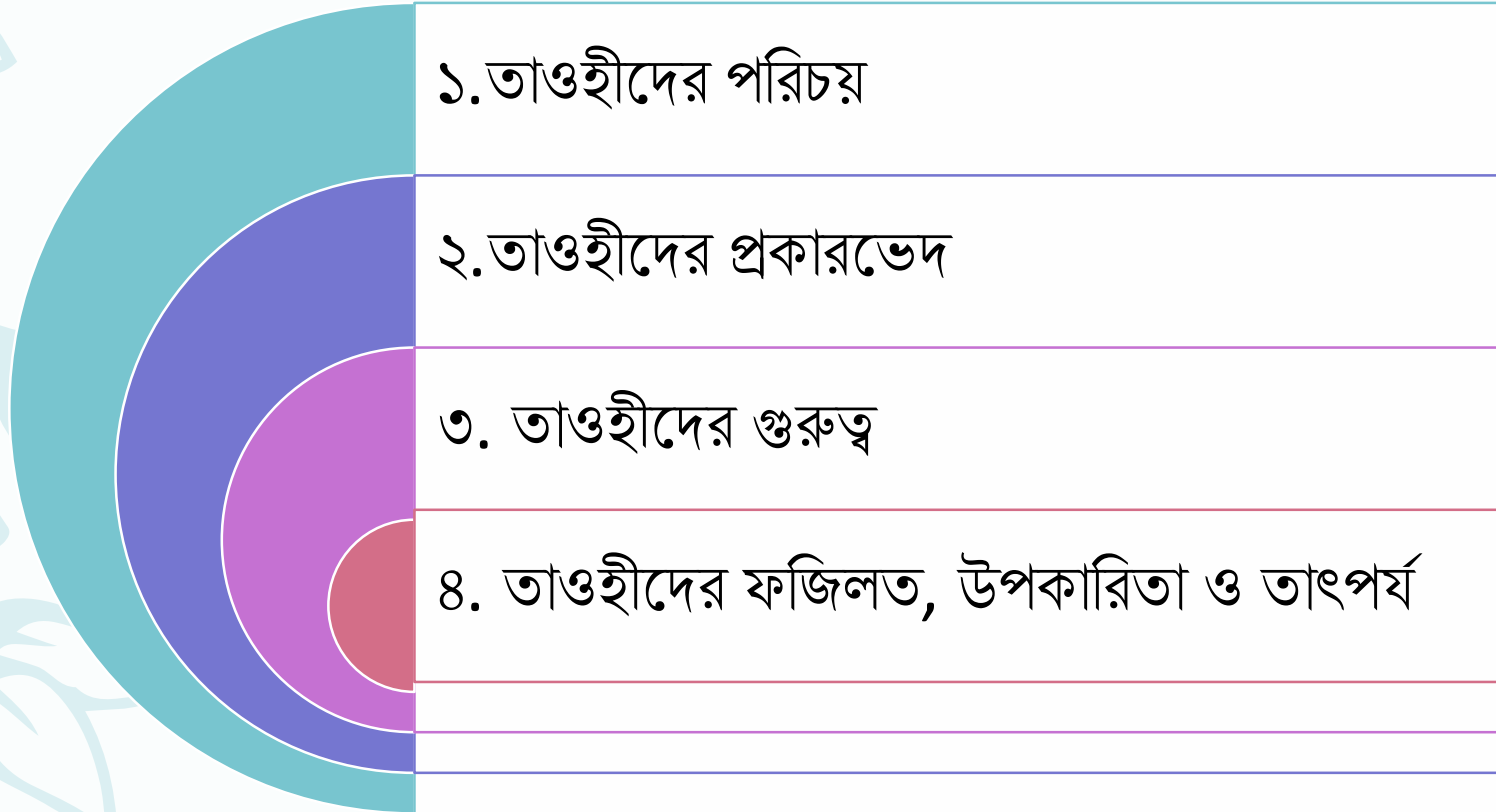


$$\text{AQD} / \text{মডিউল} = ৬$$



## ১. তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ:

তাওহীদ শব্দটি (و ح د) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো আল্লাহর একত্ববাদ।

ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ :

আল্লাহ্ তায়ালাকে তাঁর সুমহান জাত (সত্তা) সর্বসুন্দর নাম ও সিফাত (গুণরাজি-বৈশিষ্ট্য) এবং তাঁর অধিকার, কর্ম ও কর্তৃত্বে এক, একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা ও সাব্যস্ত করা এবং এসব ক্ষেত্রে নিজের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদকে অক্ষুন্ন রাখা।

## ২. তাওহীদের প্রকারভেদ

১. توحيد الربوبية

তাওহীদুর রুবুবিয়াহ

২. توحيد الألوهية

তাওহীদুল উলুহিয়াহ

৩. توحيد الأسماء والصفات

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

## ১. তাওহীদুর রুবুবিয়াহ / توحيد الربوبية

আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর কর্মসমূহে একক হিসেবে মেনে নেয়া। যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু দান করা ইত্যাদি। নবী করিম (সা.) এর আগমনের পূর্বে কাফেরগণ তাওহীদের এই প্রকারের স্বীকৃতি দিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

‘আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।  
সূরা লুকমান, আয়াত নং- ২৫

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

‘আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিজিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।’ সূরা রুম, আয়াত নং-৪০

## ২. তাওহীদুল উলুহিয়াহ/ توحيد الألوهية

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে একক হিসেব নির্ধারণ করা। যেমন : সালাত, নযর-মানত, দান-সদকা ইত্যাদি। যাবতীয় ইবাদত এককভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করার জন্যই সমস্ত নবী-রাসুলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে, আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“আর ইবাদত কর আল্লাহর, শরিক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে”। সূরা নিসা, আয়াত নং-৩৬

➤ তিনি আরো বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশ দিয়েই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর”। সূরা আশ্বিয়া, আয়াত নং-২৫

➤ তিনি আরো বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো”। সূরা নাহল, আয়াত নং- ৩৬

### ৩. توحيد الأسماء والصفات / তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

সমস্ত সুন্দর-সুন্দর নাম ও গুণাবলি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকৃতি ও ধরণ-গঠন নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ও মেনে নেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

‘আল্লাহর অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম আছে, সেই নামের মাধ্যমে তোমরা তাকে ডাক।’ সূরা আরাফ, আয়াত নং-১৮০

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

“আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই।’ সূরা ত্বহা : ০৮

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

‘বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই’। সূরা ইখলাস, আয়াত নং-১-৪

মুসলিমদের জন্য তাওহীদ বা একত্ববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই তাওহীদের পরিশুদ্ধি ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারে না। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন অকার্যকর, তেমনি বিশুদ্ধ তাওহীদ ছাড়া আমলও অকার্যকর।

তাই ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য তাওহীদের আকীদা পোষণ করা আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে তাওহীদের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী-রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন তাঁর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করার জন্য। কুরআনের অধিকাংশ সুরায় তাওহীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।’ সূরা আশ্বিয়া, আয়াত নং- ২৫

২. রাসুল (সা.) একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

‘হে নবী আপনি বলুন! আমি শুধুমাত্র আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করি না।’ সূরা জিন, আয়াত নং-২০

৩. নবী করিম (সা:) তাঁর সাহাবিগণকে সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানোর শিক্ষা দেন। যেমন, সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় রাসুল (সা.) বলেছিলেন :

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

‘সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসুল- এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদকা (জাকাত) ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (জাকাত) উসুল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে।’ সহিহ বুখারি : ১৩১০ (ই.ফা)



## ৪. তাওহীদের ফজিলত, উপকারিতা ও তাৎপর্য

মানবজীবনে তাওহীদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার উপর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ-অকল্যাণ, সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভরশীল। তাওহীদের উপর অটল ও অবিচল থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। তাওহীদের অনেক উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উপকারিতা তুলে ধরা হলো :

### ১. হিদায়াত ও নিরাপত্তা লাভ

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

‘যারা ঈমান এনেছে এবং শিরকের সাথে তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত।’ সূরা আনআম, আয়াত নং-৮২

### ২. আখেরাতে চিরস্থায়ী সুখ ও জান্নাত লাভ

عن عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ.

ইতবান ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।’ সহিহ বুখারি : ৪২৫, সহিহ মুসলিম : ৩৩

### ৩. ক্ষমা লাভ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً "

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হতে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপরও তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।’ সহিহ তিরমিজি : ৩৫৪০, সহিহাহ : ১২৭ ও ১২৮

## ৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

‘যে আল্লাহর সাথে কোন প্রকার শিরক করা ব্যতীত (তাওহীদের উপর) মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ সহিহ মুসলিম : ৯৩